কে তুমি

এস্ ফিল্ম-এর নিবেদন

"কে তুমি"

প্রযোজনা : শম্ভু নাথ দে। পরিচালনা : শ্যাম চক্রবর্ত্তী।
কাহিনী-চিত্রনাট্য ও গীতরচনা : প্রণব রায়। সঙ্গীত : রবীন চ্যাটার্জি। চিত্রগ্রহণ : জে, টি, জানি। শব্দ-গ্রহণ : শিশির চ্যাটার্জি। সম্পাদনা : রবীন দাস। শিল্প-নির্দেশ : রামচন্দ্র সিন্ধে। কর্ম-সচিব : কমল সেন। রূপ-সজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী। সংগীত ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। বহিঃদৃশ্যে শব্দগ্রহণ : সুজিত সরকার। নৃত্য-পরিকল্পনা : সবিতা চ্যাটার্জি। ব্যবস্থাপনা : মান্নু ভট্টাচার্য্য। রসায়নাগারিক : আর, বি, মেহেতা। প্রধান সহকারী পরিচালনা : শিব ভট্টাচার্য্য। প্রচার : রবি বসু। স্থিরচিত্র : ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী। ঐক্যতান : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা।
কণ্ঠ-সঙ্গীত : সন্ধ্যা মুখার্জি ও ইলা বসু।

রূপায়ণে

অনিল চ্যাটার্জি : সন্ধ্যা রায় : বিকাশ রায় : সবিতা চ্যাটার্জি : কানু ব্যানার্জি পাহাড়ী সান্যাল তরুণ কুমার : জহর রায় : কালীপদ চক্রবর্ত্তী : বীরেন চ্যাটার্জি বিমান ব্যানার্জি : শম্ভু নাথ দে : ঋষি ব্যানার্জি : সমর চ্যাটার্জি : কৌশল চ্যাটার্জি গোপাল গাঙ্গুলী : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য : মদন দত্ত : ডাঃ ঝোড়া, (দিল্লী) : মোহন কুমার, (দিল্লী) : মিঃ এণ্ড মিসেস্ ওয়েবার (দিল্লী) : আশীষ মুখার্জি, (অতিথি) পদ্মা দেবী : ভারতী দেবী : দীপিকা দাস : কেতকী দত্ত : ইন্দ্রানী বিশ্বাস রত্না চ্যাটার্জি ও সাধনা চৌধুরী, (বম্বে)।

সহযোগিতায়

পরিচালনা : প্রশান্ত সরকার। চিত্রগ্রহণ : শান্তি দত্ত, কান্তি তেওয়ারী। শব্দ-গ্রহণ : জগৎ দাস। সম্পাদনা : সুনীল ব্যানার্জি। রূপসজ্জা : অনাথ মুখার্জি। সাজসজ্জা : কানাই দাস। ব্যবস্থাপনা : তুখীরাম নায়েক।
ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফ্লিম ল্যাবরেটারীজ প্রাইভেট লিমিটেড-এ পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ, এইচ্, কে, ফ্রিজাল্ড, ডাঃ রাম চক্রবর্ত্তী, এফ, আর, সি, এস (দিল্লী), স্যার গঙ্গারাম হাসপাতাল (দিল্লী), ডাঃ এস, এন, কাউল, সুপারিণ্টেড (দিল্লী), ডাঃ প্রতাপ সিং সিন্ধ (দিল্লী), ভি, ভি, পুরী (দিল্লী), জগৎপ্রসাদ আগরওয়াল (দিল্লী), এস, কে, শর্মা, ইঞ্জিনিয়ার, ওকলা ক্যানেল (দিল্লী), ডি, পি, সেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ক্যালকাটা কেমিকেল (দিল্লী), ডাঃ প্রিনার্কী চক্রবর্ত্তী, এম, বি, (দিল্লী), এইচ, সি, আগরওয়াল, অজিত গাঙ্গুলী, সুকুমার ঘোষ, শোভনালয়, ইণ্ডিয়া রেফ্রিজেটার প্রাঃ, লিঃ, (সুর ফ্রিজ)।

একমাত্র পরিবেশক : মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটারস্

কাহিনী

মহানগর কলকাতা। ছেচ্চল্লিশের দাঙ্গার পর এ মহানগরের সমাজ জীবন এক বিচিত্র রূপ নিয়েছে। ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে দুমুঠো অন্নসংস্থানের জন্য মেয়েদেরও আজ পথে ঘুরতে হচ্ছে। সুধা ঘোষালেরও সেই অবস্থা। নাইলনের হাতে তৈরী ব্যাগ বিক্রী করে, গানের টিউশানী করে, কোন মতে সংসার সমুদ্রে পাড়ি দেবার চেষ্টা করে সে। আত্মীয়ের মধ্যে শুধু রুগ্ন পিতা যতিশংকর। একদা দৌলতপুর হাইস্কুলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক যতিশংকর, আজ দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে যে স্তরে এসে পৌছেছেন, সে স্তরের লোককে কেউ শ্রদ্ধা দেয় না, সম্মান করে না। যতিশংকর আজ মাতাল,—জুয়াড়ী। শুধু তাই নয়, নিজের অজান্তে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র নরেন দাসের চোরাই কারবারের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছেন।

নরেন ধূর্ত্ত, ক্রুর, লম্পট। লাখ লাখ টাকার নিষিদ্ধ দ্রব্যের চোরা কারবার করে সে। যতিশংকরকে সে নিজের হোটেলে মদ খাওয়ায়, রেস খেলবার টাকা দেয়, আবার প্রয়োজনে সরল যতিশংকরের হাতে ওষুধের বাক্স বলে তুলে দেয় চোরাই মাল, গ্রাহকের হাতে তুলে দেবার জন্য। যতিশংকরকে এভাবে সাহায্য করার আরও একটি কারণ আছে,—সে কারণ দরিদ্র যতিশংকরের সুন্দরী মেয়ে সুধা। সুধা কিন্তু নরেনের স্বরূপ চেনে; তাকে ঘৃণা করে।

সুযোগও আসে একদিন। সেদিন যতিশংকর আর এজগতে নেই। নরেন সুধাকে বলে "এখন তুমি আমার সম্পত্তি,—তোমার বাবার ঋণ তোমাকে পরিশোধ করতে হবে নিজেকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে।"

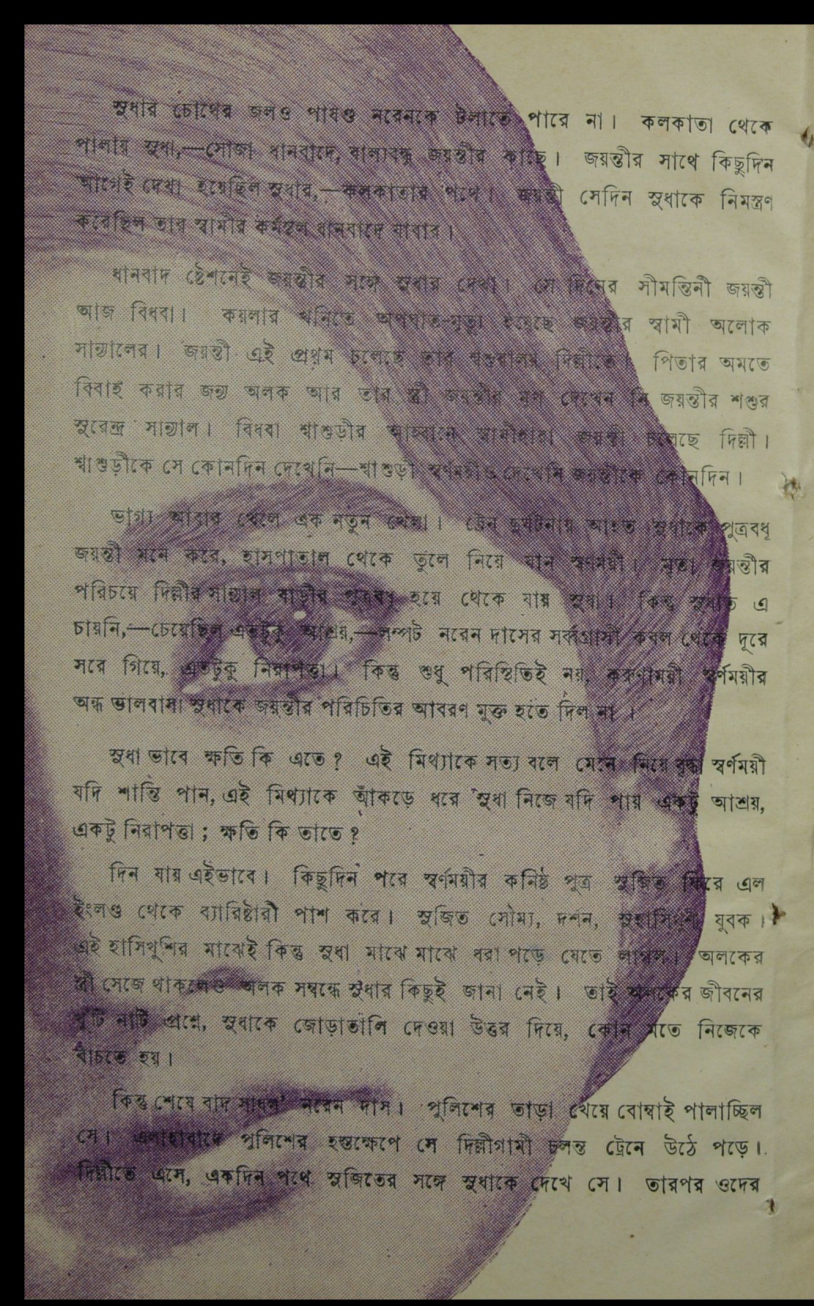

সুধার চোখের জলও পাষণ্ড নরেনকে টলাতে পারে না। কলকাতা থেকে পালায় সুধা,—সোজা ধানবাদে, বাল্যবন্ধু জয়ন্তীর কাছে। জয়ন্তীর সাথে কিছুদিন আগেই দেখা হয়েছিল সুধার,—কলকাতার পথে। জয়ন্তী সেদিন সুধাকে নিমন্ত্রণ করেছিল তার স্বামীর কর্মস্থল ধানবাদে যাবার।

ধানবাদ ষ্টেশনেই জয়ন্তীর সঙ্গে সুধার দেখা। সে দিনের সীমন্তিনী জয়ন্তী আজ বিধবা। কয়লার খনিতে অপঘাত-মৃত্যু হয়েছে জয়ন্তীর স্বামী অলোক সান্যালের। জয়ন্তী এই প্রথম চলেছে তার শ্বশুরালয় দিল্লীতে। পিতার অমতে বিবাহ করার জন্য অলক আর তার স্ত্রী জয়ন্তীর মুখ দেখেন নি জয়ন্তীর শ্বশুর সুরেন্দ্র সান্যাল। বিধবা শাশুড়ীর আহ্বানে স্বামীহারা জয়ন্তী চলেছে দিল্লী। শাশুড়ীকে সে কোনদিন দেখেনি—শাশুড়ী স্বর্ণময়ীও দেখেনি জয়ন্তীকে কোনদিন।

ভাগ্য আবার খেলে এক নতুন খেলা। ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত সুধাকে পুত্রবধূ জয়ন্তী মনে করে, হাসপাতাল থেকে তুলে নিয়ে যান স্বর্ণময়ী। মৃতা জয়ন্তীর পরিচয়ে দিল্লীর সান্যাল বাড়ীর পুত্রবধূ হয়ে থেকে যায় সুধা। কিন্তু সুধাতো এ চায়নি,—চেয়েছিল একটুকু আশ্রয়,—লম্পট নরেন দাসের সর্বগ্রাসী কবল থেকে দূরে সরে গিয়ে, একটুকু নিরাপত্তা। কিন্তু শুধু পরিস্থিতিই নয়, করুণাময়ী স্বর্ণময়ীর অন্ধ ভালবাসা সুধাকে জয়ন্তীর পরিচিতির আবরণ মুক্ত হতে দিল না।

সুধা ভাবে ক্ষতি কি এতে? এই মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে বৃদ্ধা স্বর্ণময়ী যদি শান্তি পান, এই মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে সুধা নিজে যদি পায় একটু আশ্রয়, একটু নিরাপত্তা; ক্ষতি কি তাতে?

দিন যায় এইভাবে। কিছুদিন পরে স্বর্ণময়ীর কনিষ্ঠ পুত্র সুজিত ফিরে এল ইংলণ্ড থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে। সুজিত সৌম্য, দর্শন, সুহাসিমুখ যুবক। এই হাসিখুশির মাঝেই কিন্তু সুধা মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যেতে লাগল। অলকের স্ত্রী সেজে থাকলেও অলক সম্বন্ধে সুধার কিছুই জানা নেই। তাই অলকের জীবনের খুঁটি নাটি প্রশ্নে, সুধাকে জোড়াতালি দেওয়া উত্তর দিয়ে, কোন মতে নিজেকে বাঁচতে হয়।

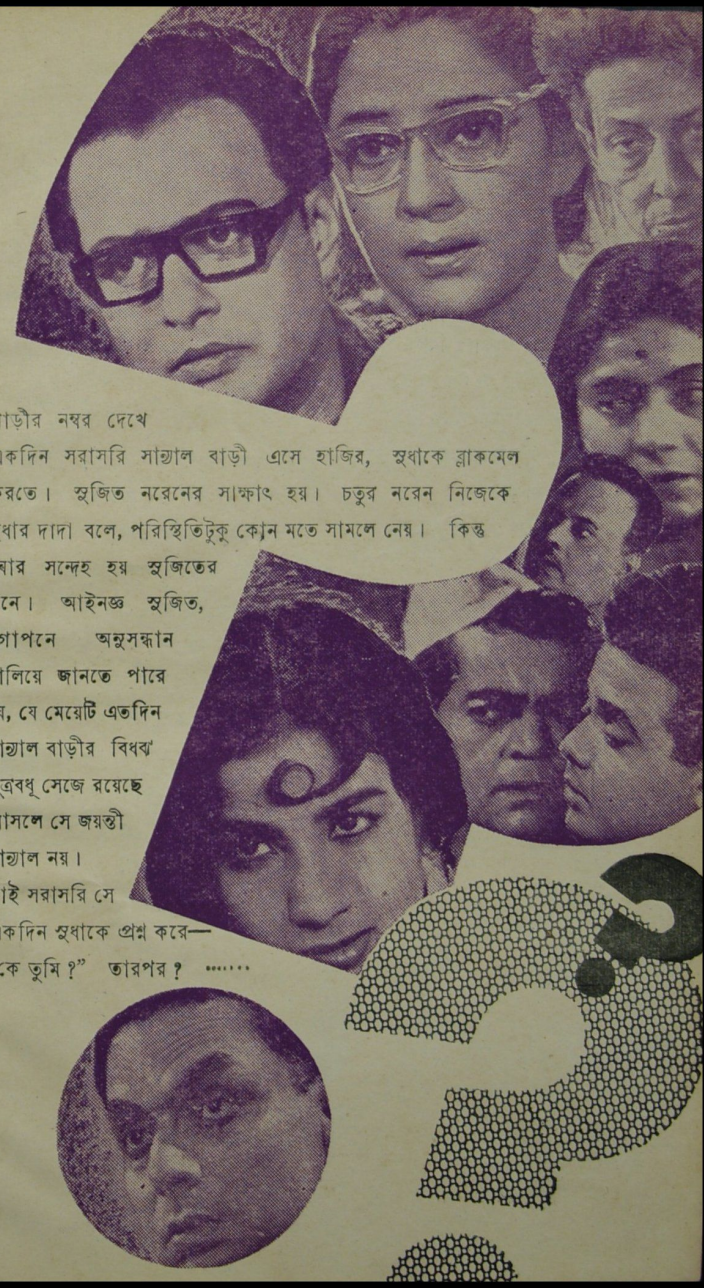

কিন্তু শেষে বাদ সাধল নরেন দাস। পুলিশের তাড়া খেয়ে বোম্বাই পালাচ্ছিল সে। এলাহাবাদে পুলিশের হস্তক্ষেপে সে দিল্লীগামী চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়ে। দিল্লীতে এসে, একদিন পথে সুজিতের সঙ্গে সুধাকে দেখে সে। তারপর ওদের

গাড়ীর নম্বর দেখে একদিন সরাসরি সান্যাল বাড়ী এসে হাজির, সুধাকে ব্লাকমেল করতে। সুজিত নরেনের সাক্ষাৎ হয়। চতুর নরেন নিজেকে সুধার দাদা বলে, পরিস্থিতিটুকু কোন মতে সামলে নেয়। কিন্তু ঘোর সন্দেহ হয় সুজিতের মনে। আইনজ্ঞ সুজিত, গোপনে অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারে যে, যে মেয়েটি এতদিন সান্যাল বাড়ীর বিধবা পুত্রবধূ সেজে রয়েছে আসলে সে জয়ন্তী সান্যাল নয়।

তাই সরাসরি সে একদিন সুধাকে প্রশ্ন করে—“কে তুমি?” তারপর? ....

গান

দীপার গান
কণ্ঠ—ইলাবসু

কে যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল এই মনে
সোনালী সূর্য্য ওঠা আজ ভোরে।
আমি যে সেজেছি তাই চম্পাবতীর রূপ ধরে॥
স্বপনে—ছিল সে লুকায়ে বিজনে
ফাগুণের মধুবায়, চকিতে সে ছুঁয়ে যায়,
অলখ বাঁশীতে ডাকে মোরে,
তবুও পারিনা কাছে যেতে
বলি—না না না॥
মাধবী শুধায় মোরে, কে গো সে বল না,
সে কথা লাজে বলা হল না
নয়নে—লেখা তারি নাম গোপনে,
মন নিয়ে একি দায়, লুকোচুরি খেলা হায়,
বাঁধিতে চাহে সে মায়াডোরে
তবুও পারিনা ধরা দিতে
বলি—না না না॥

দীপার গান
কণ্ঠ—ইলা বসু

রাধা বলে ওগো কালা
যাদু ভরা বাঁশী তব কত যাদু জানে গো,
মন নিয়ে একি খেলা।
গাগরী ভরিতে যমুনায় এসে গো
মালা গেঁথে যায় যে বেলা।
জল ভরা হ'ল না তো, মন বুঝি ভেসে যায়,
(ওই) শ্যাম কালো যমুনায়,
রাধার কী জ্বালা হল, দিনে দেখে চাঁদ গো
তারার মেলা
কালো চোখে কালা আছে
রাধা তবু পায়না যে,
বাধা কেন যায় না,
গোকুল নগরে বল—
রাধারই সমান গো
কে একেলা॥

সুধার গান
কণ্ঠ—সন্ধ্যা মুখার্জী

বাসর আমার হোলনা সাজানো
এ বুঝি আমার নিয়তি লেখা॥
আমার আকাশে এ জনমে হায়
মধুরাতি বুঝি দেবে না দেখা॥
বাহিরে বাদল কাঁদে
আমি কেঁদে মরি ঘরে
মোর খেলাঘর গড়া বুঝি বালুচরে
ভালবাসা মোর শূন্য বাসরে
বল চিরদিন রবে কি একা॥

বাইজীর গান
কণ্ঠ—সন্ধ্যা মুখার্জি

থক্ গয়ে কর করকে আরমা
ইসক্ কে আজার কা
দরদ বঢ়তা হী গয়া
আখির দিলে বিমার কা
কয়সে ধরে জিয়া ধির॥
মোরে সঁইয়া তু হম্‌সে না বোলো
যাও সওতন ঘর রহিও॥
লাজ না আওয়ে তোহে নির মোহি ই
ঝুঠি ঝুঠি বাতে না বানাইও
যাও সওতন ঘর রহিও॥

তু তো ছয়লা
প্রীত ক্যা জানে—এ
লাখ কহি তো
এক না মানে
বারি উমারিয়া
খারাব কিনো ছলিয়া
দেখি আনাড়ী তোরি প্রীত
মোরে সঁইয়া তু হমসে না বলো
মোরে রাজা তু হমসে না বলো
মোরে বল্‌মা তু হমসে না বলো॥
যাও সওতন ঘর রহিও।

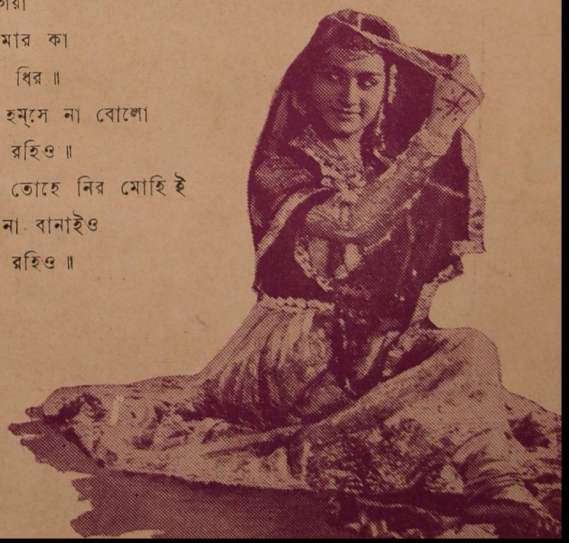

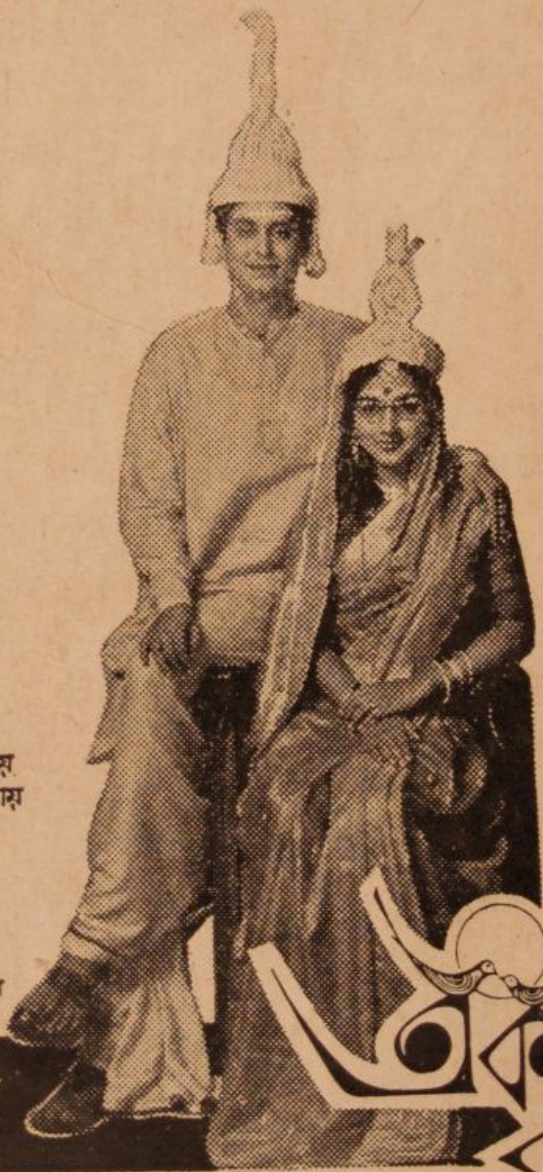

মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটারস্ ৩২-এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।